১১-০৫-১৮ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা -- তোমাদের শেষ সময় পর্যন্ত এই মিষ্টি মধুর জ্ঞানের কথা শুনতে হবে যত দিন বাঁচবে ততদিন - পড়তে হবে এবং যোগ শিখতে হবে"

প্রশ্নঃ- বাবার সাথে তোমরা কোন্ সেবা করার নিমিত্ত হয়েছ ?

উত্তর :- যেমন বাবা সম্পূর্ণ বিশ্বকে লিবারেট করেন অর্থাৎ উদ্ধার করেন, সকলের উপর ব্লিস করেন অর্থাৎ সুখ প্রদান করেন, পীস মেকার হয়ে পীস স্থাপন করেন অর্থাৎ শান্তি দাতা রূপে শান্তি প্রদান করেন তেমন ভাবেই বাচ্চারা তোমরাও হলে বাবার সাথে বাবার এই সেবায় নিমিত্ত। তোমরা হলে স্যালভেশন আর্মী। ভারতের ডুবন্ত জাহাজটিকে তোমাদেরই স্যালভেজ অর্থাৎ উদ্ধার অর্থাৎ রক্ষা করতে হবে। ২১ জন্মের জন্যে সবাইকে বিত্তবান সম্পদ-বহুল করতে হবে। এমন সেবা বাচ্চারা তোমাদের ছাড়া আর কেউ করতে পারেনা।

ওম্ শান্তি। বাচ্চারা জানে এবং গায়নও আছে সান শোজ ফাদার অ্যান্ড মাদার। বাবা বাচ্চাদের রচনা করেন, যতক্ষণ রচনা না করছেন ততক্ষণ বাবা বাচ্চাদের কিভাবে শেখাবেন যে ইনি হলেন তোমাদের মাতা পিতা। বাচ্চারা শিখে ফাদারের শো (show) করে যে আমাদের বাবা হলেন ইনি। ঠিক সেই রকম গায়ন করা হয় স্টুডেন্ট শোজ টিচার। যদিও টিচার স্টুডেন্টদের পড়ান তবেই স্টুডেন্টরা টিচারের শো করে। অমুক ব্যারিস্টার আমাদের ব্যারিস্টার করেছেন। যদি ব্যারিস্টার না থাকে তবে স্টুডেন্ট শো করবে কিভাবে। যদিও গুরু যখন শিষ্য বানায় তখন শিষ্যরা বলে গুরুর কাছে এই-এই পেয়েছি। এবারে পিতা, টিচার, গুরু ওখানে আলাদা। হ্যাঁ, কোনো পিতা নিজের সন্তানকে শিক্ষক রূপে শিক্ষা দেবেন এরকম হতে পারে কিন্তু সাবজেক্ট তো অনেক আছে। এমন তো নয় যে একজন টিচার সব সাবজেক্ট পড়াবেন। প্রতিটি সাবজেক্টের আলাদা টিচার থাকে। ইনি তো হলেন একজনই পিতা, শিক্ষক, গুরু। যতক্ষন বাচ্চাদের আপন না করছেন ততক্ষণ বাচ্চারা শো করতে পারেনা যে আমরা অমুকের সন্তান, ওঁনার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী। সর্ব প্রথম বাবা নিজের বাচ্চাকে আপন করেন। বাচ্চারাও বলে - আমরা বাবাকে আপন করেছি। বাচ্চারা জানে যে পিতাকে কিভাবে প্রত্যক্ষ করতে হয়। আমরা হলাম প্রাক্টিক্যালে ঈশ্বরের সন্তান । যদিও সবাই নিজেকে ঈশ্বরীয় সন্তান ভাবে, ও গড ফাদার বলে। ফাদার বললে মাদার স্মরণে আসে। বলাও হয় তুমি মাতা পিতা .... ফাদার এসে বাচ্চাদের বুঝিয়েছেন - আমি তোমাদের মাতা পিতা। তোমরাও জেনেছ ইনি হলেন বেহদের মাতা-পিতা। ফাদার বসে পড়ান, সৃষ্টি চক্রের আদি-মধ্য-অন্তের রহস্য বলে দেন। বাচ্চারা বুঝে অন্যদের বোঝায় যে সৃষ্টি চক্র কিভাবে পরিক্রমা করে। গায়নও আছে - ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি জোগ্রাফি রিপিট হয়। কিন্তু এই নলেজ এইসময় তোমরা প্রাপ্ত কর। যখন পুরানো দুনিয়ার বিনাশ , নতুন দুনিয়ার স্থাপনা হয়। এখন ওয়ার্ল্ড চক্র পূর্ণ হচ্ছে। কলিযুগ অথবা পুরানো যুগ পূর্ণ হয়ে নতুন দুনিয়া , নরুন যুগ আরম্ভ হচ্ছে। এই নলেজ টিচার স্টুডেন্টদের অর্থাৎ তোমাদের বলছেন। স্টুডেন্টরা তারপরে অন্যদের বলে দেয়। তিনি শিক্ষক তিনি পিতা, তিনি সুপ্রিম পিতা বসে বোঝাচ্ছেন। নতুন দুনিয়া, নরুন যুগ ছিল তখন ভারতে বরাবর দেবী-দেবতাদের রাজত্ব ছিল। দুই যুগ একই ওয়ার্ল্ড অলমাইটি অথরিটি রাজ্য ছিল। তাঁরা ছিল বিশ্বের মালিক। কারা ? ভারতবাসী আদি সনাতন দেবী-দেবতারা। যদিও ছিল ভারত খণ্ডের মালিক কিন্তু বেহদ বিশ্বের মালিক ছিল। কোনো পার্টিশন ছিলনা। সাগর, আকাশ, বায়ু, পৃথিবী সবকিছুর মালিক ছিল ভারত। বিশ্বের রচয়িতার

জয়ন্তী বা জন্ম এখানেই হয়। বাবা বলেন আমি পুনর্জন্মে আসিনা। আত্মা বলে আমি শরীর ছেড়ে অন্য শরীর গ্রহণ করি বা পাপাত্মা থেকে পুণ্য আত্মায় পরিণত হই। বাবা বোঝান তোমরা জানো মানুষের পুনর্জন্ম হয়। ৮৪ জন্ম হয় ম্যাক্সিমাম।

এই নলেজটি দুনিয়া বুঝতে পারেনা। বাবাকেই নলেজফুল, ব্লিসফুল বলা হয়। সম্পূর্ণ বিশ্বের উপরে ব্লিস করেন , সবাইকে লিবারেট করেন। বাবা বসে বোঝান – আমি কিভাবে বাচ্চাদের লিবারেট করি। আমি হলাম গাইড, পীস মেকারও আমি। পীস স্থাপন করি। সভরেনিটি বা সার্ব ভৌম রাষ্ট্র স্থাপন করেন। বাচ্চারা জানে এইসময় ভারত হল ইনসলভেন্ট। বেহদের বাবার এই হল জন্ম স্থল। কিন্তু মানুষ বুঝতে পারেনা। শিবের সোমনাথ মন্দিরও এখানেই আছে। সেখানে এই শিবলিঙ্গ রাখা আছে। বাচ্চাদের বোঝান হয় – পরমাত্মার স্বরূপ এত বিশাল নয় । স্টার সম । আচ্ছা, গুরুর শিষ্য হয় , গুরু তাদের শাস্ত্র পড়ে শোনান তারা আবার অন্যদের পড়ে শোনায়। বলে – এই শাস্ত্র পাঠ ইত্যাদি গুরু শিখিয়েছেন। বেনারসে গিয়ে শাস্ত্র ইত্যাদি শেখে। বিদ্বৎ মন্ডলী থেকে টাইটেল প্রাপ্ত করে। যেমন সরস্বতী ইত্যাদি .... এবারে এই সরস্বতী নামটি তো মাম্মার, কারণ তিনি বেহদের নলেজ প্রদান করেন। তারা হদের ভক্তি মার্গের শাস্ত্রের শিক্ষা নেয়। এখন বাচ্চারা তো জানে যে আমাদের সুপ্রিম গুরু হলেন তিনি। সুপ্রিম পিতাও হলেন তিনি , সর্ব শক্তিমান পিতা চাই কারণ মায়া কম নয়। মায়াও সর্ব শক্তিমান। মায়া সর্ব স্থানে অবস্থিত। বাবা সর্বব্যাপী নন, তিনি তো হলেন পুনর্জন্ম হীন। পরম পিতা পরমাত্মা পুনর্জন্মে আসেননা, মানুষ পুনর্জন্ম নেয়। তবুও পরমাত্মাকে সর্বব্যাপী বলা ওঁনার গ্লানি করাই হল। যখন এইরকম নিন্দা গ্লানি করে এবং মানুষ পতিত হয় তখন আমি আসি। এইসব কথা শাস্ত্রে কিছুই নেই যে বাবা হলেন পিতা, শিক্ষক ও সদগুরু। সবাইকে পতিত থেকে পবিত্র করেন। বাবা বলেন এইসব বেদ শাস্ত্র ইত্যাদি হল ভক্তি মার্গের। ভক্তি মার্গ অর্ধকল্প চলে, জ্ঞান মার্গ অর্ধকল্প চলেনা। জ্ঞান তো কেবল একটি সময়ে বাবা এসে বোঝান। একবার জ্ঞান প্রাপ্ত করলে ২১ জন্ম তোমাদের প্রালব্ধ চলে। এমন নয় যে এই জ্ঞান অর্ধকল্প চলে। এই কথা তো বোঝাও যে এই জ্ঞান প্রায় লুপ্ত হয়ে যায়। সেখানে হল সবাই সদগতিতে , তাদের জ্ঞানের প্রয়োজন নেই। এই সময় জ্ঞান সাগর বাবা এসে বাচ্চাদের কত জ্ঞান প্রদান করেন। বাচ্চারা যতদিন বাঁচবে বাবার জ্ঞান শুনবে। খুবই মিষ্টি এই জ্ঞান। যোগও শেষ সময় পর্যন্ত শিখতে হবে কারণ মাথার উপরে জন্ম জন্মান্তরের পাপের বোঝা রয়েছে অনেক। এক জন্মের কথা নয়। জন্ম জন্মান্তর ধরে আত্মার উপরে ময়লার আস্তরণ পড়েছে, তাই একেবারে ঘোর অন্ধকারে বাস করছে। আত্মায় পুনর্জন্মের ময়লা থেকেছে , খাদ পড়েছে তবেই এত তমোপ্রধান হয়েছে। আত্মাও গিলটি করা তো গহনাও (শরীর) গিলটি করা । একেবারে জর্জরিত অবস্থায় পৌঁছেছে। বিশেষ ভাবে ভারতবাসী এবং সাধারণ ভাবে সব ধর্ম ক্রমানুসারে। তাহলে সব বাচ্চাদের ফাদার ও মাদারকে প্রত্যক্ষ করে দেখাতে হবে। ত্বমেব মাতাশ্চ পিতা বলা হয় তবে ফাদারের সঙ্গে মাদারও চাই। মানুষ ভাবে – আদম ব্রহ্মা, ইভ সরস্বতী । বাস্তবে এই কথাটি ভুল। নিরাকার গড ফাদার আছেন তো মাদারও থাকবেন। কিন্তু তারা ইভকে জগৎ অম্বা বলে দেয়। বাস্তবে এইটি হল মুখ্য কথা। নিরাকার শিববাবা এই ব্রহ্মা মুখ দ্বারা বলেন – তোমরা হলে আমাদের সন্তান। এই ব্রহ্মা হয়ে যান মাতা। ব্রহ্মা হলেন প্রজাপিতা এবং মাতাও হলেন তিনি। উনি হলেন সুপ্রিম রুহানী ফাদার। তারপর স্থূল রূপে মাতা ব্রহ্মার কন্যা সরস্বতীকে বলা হয়। জগৎ অম্বার বিশাল মেলা আয়োজিত হয়। আজমেরে জগৎ পিতা ব্রহ্মার এত বিশাল মেলার আয়োজন হয়না। জগৎ অম্বার অনেক মান সম্মান আছে কারণ মাতার প্রভাব বৃদ্ধি পাবে। তারা বলে স্ত্রী-র স্বামী হল গুরু ঈশ্বর। কিন্তু এমন নয়। বাবা

এসে বলেন মাতাদের পদ মর্যাদা উঁচু করেন। গভর্নমেন্টও মাতাদের অগ্রে স্থান দিচ্ছে। সেসব হল হিংসা যুক্ত আর এইটি হল অহিংসক গুপ্ত শক্তি সেনা।

তারা হল বিনাশ কালে বিপরীত বুদ্ধি। এও ড্রামাতে নির্দিষ্ট আছে। ড্রামাকে বুদ্ধিতে খুব ভালোভাবে রাখতে হবে। এই বেহদের ড্রামা রিপিট হয়। বাচ্চাদের যে ভাবে শেখাই সেসব আবার আগামী কল্পে শেখাব। সব ড্রামার বাঁধনে বাঁধা আছে। বাবা নিজেও বলেন – আমিও ড্রামার বন্ধনে আছি। ভারতবাসীদের তো অনেক দুঃখ আছে । এমনই বার বার এসে কি আর মুক্ত করা যাবে । আমি তো একবারই আসি , এসে সম্পূর্ণ বিশ্বের মালিক করি। পরমধাম থেকে কল্পের সঙ্গম যুগে আসি। এখন তোমরা ড্রামার ডাইরেক্টর , মুখ্য অ্যাক্টরকে জানো। হদের কথা বলে – অমুক ধনী ব্যক্তি ছিল। এখানে তোমরা জানো – হু ইজ হু , সৃষ্টিতে সবচেয়ে বেশি ধনীজন কে ! সম্পূর্ণ সৃষ্টিতে সবচেয়ে ধনী হল স্বর্গের লক্ষ্মী নারায়ণ। এমন কথা এসে কে বলেন ? বাবা। বাচ্চারা জানে আমাদের মতন ভবিষ্যৎ ২১ জন্মের জন্যে সম্পদ বহুল কেউ হয়না। তোমরা বৃহত্তম সেবা করছ। ভারতের বিশেষ এবং বিশ্বের সাধারণ সেবা কর। তোমরা হলে সেলভেশন আর্মি। এখন ভারতের জাহাজ ডুবন্ত অবস্থায় আছে, এও হল ড্রামা। বোঝান হয় ভারতের জাহাজ কে উদ্ধার করেন ? শিব শক্তিরা। তোমরা সবাই হলে শিব শক্তি। বাবা বলেন আমি তোমাদের স্বর্গের মালিক করেছিলাম। মায়া পতিত করেছে আবার তোমাদের মহারাজা মহারানী করি। তোমাদের হল প্রবৃত্তি মার্গ। সন্ন্যাসীদের হল নিবৃত্তি মার্গ। ঐ হল হদের সন্ন্যাস , এই হল বেহদের সন্ন্যাস। আজকাল দুনিয়ায় মিথ্যা করাপসন অনেক আছে। এই হল রৌরব নরক। তোমরা বাচ্চারা ঈশ্বরীয় বুদ্ধি দ্বারা কি রূপে পরিণত হও ? এখন তোমরা বলো আমরা শিববাবার সন্তান হয়েছি ব্রহ্মা দ্বারা। তারপর আমরা দেবতা হব ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শুদ্র হয়ে আবার ঈশ্বরের সন্তান হব। কল্প পূর্বেও ঈশ্বরীয় সন্তান ছিলাম । বাবার কাছে স্বর্গের বর্সা প্রাপ্ত হয় তাই শ্রীমৎ অনুসারে চলতে হবে। তারা হল বিনাশ কালে বিপরীত বুদ্ধি যাদব ও কৌরব। তোমরা হলে বিনাশ কালে প্রীত বুদ্ধি পাণ্ডব যাদের জয়জয়কার হবে। তোমরা হলে গুপ্ত শিবশক্তি ভারত মাতা, এতে গোপ গোপীকা দুইজনই আছে। নাম মাতাদের হবে। মাতাদের অনেক কষ্ট দেওয়া হয়েছে। দ্রৌপদীকে নির্বস্ত্র করা হয়েছিল। সে বলেছিল – ভগবান আমায় রক্ষা করো। তাই বাবা এসে রক্ষা করেন। অনেক সম্পদ লাভ হয়। প্রতিজ্ঞা করতে হবে – শিববাবা, মিষ্টি বাবা, আমরা অবশ্যই বর্সা নেব । বর্সা শিববাবার কাছে নিতে হবে। গায়নও করে ঈশ্বরের মতি গতি আলাদা। তিনিই জানেন আর কেউ নয়। তোমরা এখন জানো ঈশ্বরের মতি গতি বাচ্চারা জানে তাই বাচ্চাদের শো (show) করতে হবে। বাচ্চারা স্থায়ী সুখ শান্তির বর্সা বাবার কাছেই প্রাপ্ত করে। অল্পকালের শান্তি কোনো কাজের নয়। মাতা পিতা বলছ তো বাচ্চাদের মাতা পিতাকে প্রত্যক্ষ করতে হবে। মাতা পিতা কে ? সেই সবকিছু বাচ্চারা বসে বলে। এই ফাদার মাদার হলেন সম্পূর্ণ জগতের। তাঁরা বসে বর্সা দেন। বরাবর বাবার কাছে বর্সা প্রাপ্ত হয়েছিল। এখন কলিযুগের শেষ সময় তাই বাবার কাছে আবার প্রাপ্তি হবে। সান শোজ ফাদার, ফাদার শোজ সান। বাবা শুধু বলেন আমায় স্মরণ কর তাহলে তোমাদের কর্মের বোঝা নামবে। স্মরণের চার্ট রাখা উচিত। আমরা কতক্ষণ বাবাকে স্মরণ করি। এমন নয়, আমরা তো শিববাবারই সন্তান। বরং তিনি বলেন – উঠতে, বসতে, চলতে, ফিরতে কতক্ষন স্মরণ করেছ – চার্ট রাখো। মুখ্য হল স্মরণ। বিঘ্ন বাধা যোগেই আসে। ভারতের প্রাচীন যোগ হল বিখ্যাত। সেইটি হল হঠ যোগ। রাজ যোগের শিক্ষা বাবা-ই দেন। তারা তো বিভিন্ন রকমের যোগ শেখায়। তাদের হল হদের সন্ন্যাস, তোমাদের হল বেহদের সন্ন্যাস। প্রবৃত্তিতে থেকে বাবাকে এত স্মরণ করো যে শেষ সময়ে অন্য কারো কথা

যেন স্মরণে না আসে। আত্মাকে এক বাবাকেই স্মরণ করতে হয় তবেই বিকর্মজীত হতে পারবে। বিকর্মজীত আর কেউ করতে পারেনা। যদিও ভাবনার রিটার্ন স্বরূপ অল্প কালের জন্যে প্রাপ্তি হয় কিন্তু পতিত থেকে পবিত্র হতে পারেনা। ভক্তজন কত মাথা ঘামায় তবুও ফিরে যেতে পারেনা। ভগবান হলেন সব বাচ্চাদের জন্যে এক। তিনি একবারই আসেন। বলেন হুবহু ৫ হাজার বছর পূর্বের মতন এসেছি, হারানিধি বাচ্চাদের সঙ্গে মিলিত হয়েছি। আত্মা-পরমাত্মা আলাদা ছিল বহুকাল ... কোন্ আত্মারা আলাদা ছিল ? তাদেরই প্রথমে আসতে হবে। অনেক ধর্মের বিনাশ, যখন একটি ধর্মের স্থাপনা হবে তখন আবার সত্যযুগী আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের হবে। অন্য কোনো ধর্ম থাকবেনা।

এখন তোমরা হলে হারানিধি বাচ্চা স্ব দর্শন চক্রধারী। প্রথমে হারানিধি তারপরে স্ব দর্শন চক্রধারী বলা হবে। মানুষ বলবে - এইসব তো দেবতাদের টাইটেল। দেবতাদেরই অলঙ্কার আছে। সব নিজেদের কল্পনায় বলে, এমনও বলবে অনেকে। তোমরা জানো যে মিষ্টি গাছের চারা রোপন হচ্ছে । বিদেশেও এই জ্ঞান প্রদান করতে হবে। তোমাদের হেভেনলি গড ফাদার কে ? নিশ্চয়ই মাদার থাকবে। বাবা এসেছেন - সুখ শান্তির বর্সা দিতে, তাতে হেল্থ , ওয়েল্থ সবকিছু প্রাপ্ত হয় তাই নিয়ম অনুযায়ী বাবাকে স্মরণ কর। বলা হয় - ও গড ফাদার তবে সর্বব্যাপী কেন বলা হয়, এখানেই তো হল ভুল । আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা বাপদাদার স্মরণ স্নেহ ও সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদেরকে নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) বিকর্মজীত হতে চলতে ফিরতে বাবাকে স্মরণ করার অভ্যাস করতে হবে। স্মরণের চার্ট অবশ্যই রাখতে হবে।

২) নিজের প্রতিটি চলন দ্বারা মাতা-পিতা এবং টিচারের শো (show) করতে হবে। বিনাশ কালে প্রীত বুদ্ধি হয়ে থাকতে হবে। রুহানী সেবা করতে হবে।

বরদান :- পাহাড় সমান বিষয়কেও এক 'বাবা' শব্দের স্মৃতি দ্বারা তুলোয় পরিণতকারী সহজ যোগী হও

ব্যাখা: সহজ যোগী হতে হলে একটি শব্দ স্মৃতিতে রাখো - "আমার বাবা" ব্যাস। যে কোনও বিষয়ই আসুক, তা হিমালয় পর্বতের চেয়েও বিশাল হলেও "বাবা" বললে পাহাড় তুলোয় পরিণত হবে। রাই অর্থাৎ সর্ষে দানাও একটু শক্ত হয়, মজবুত হয়, কিন্তু তুলো হয় নরম ও হালকা। সুতরাং যত বড় বিষয়ই হোক তুলোর মতন হালকা হয়ে যাবে। দুনিয়ার লোকেরা দেখলে বলবে কিভাবে সম্ভব আর তোমরা বলবে এইভাবেই সম্ভব। বাবা বললেই বুদ্ধিতে টাচ হবে এইভাবে করো তাহলে সহজ হবে। এইটি হল সহজ যোগী জীবন।

স্লোগান – প্রেমের সাগরে লাভলীন থাকো তাহলে সদা সমীপ, সমান ও সম্পন্ন স্বরূপের বরদানী হয়ে যাবে ।